



grey matter pr

PRESS CLIP

Publication:- Khabaronline.com (<https://www.kolkata24x7.com/bengal-chamber-of-commerce-distributed-relief-material-in-south-24pargana/>)

Date: - 31st May 2020

Page :- Online

The Bengal Chamber provides relief for Amphan victims in South 24 Parganas

আমফানের ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালো বণিকসভা

By **Bengali Desk**-May 31, 2020



কলকাতা: গত বুধবার ২০ শে মে সুপার সাইক্লোন আমফানের দাপটে তছনছ হয়ে গিয়েছে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলা। এর মধ্যে অন্যতম দক্ষিণ ২৪ পরগণা। সেখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিপুল ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে কুলপি,গোসাবা,কুলতলি, পাথর প্রতিমা সহ একাধিক ব্লক ভীষণভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আর তাই ওইসব অঞ্চলের দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এল বণিকসভা বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স।



106 d, block-f
new alipore
kolkata 700 053
i n d i a

W +91 33 2445 2766
info@greymatterpr.com
www.greymatterpr.com

শনিবার পাথর প্রতিমা ব্লকের রামগঙ্গা গ্রামে ত্রাণ নিয়ে গেলেন ওই বণিকসভার আধিকারিকেরা। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত স্থান গুলিতে দুর্গতদের হাতে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে মোট ১০ লক্ষ টাকার ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা শাসকের তত্ত্বাবধানে এবং স্থানীয় বি.ডি.ও.-র উপস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্লকটিতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ওই বণিকসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা যেসব ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যে রয়েছে-৫০০ টি টারপুলিন শিট, ৫০০ টি সোলার লন্ঠন এবং ৫০০টি বালতি যার প্রত্যেকটিতে ছিল ২ লিটারের ২টি জলের বোতল, মুড়ি বিস্কুট, চিড়ে, গুড়, শিশুদের জন্য গুঁড়ো দুধ, স্যানিটারি ন্যাপকিন, ও.আর.এস, নুডুলসের প্যাকেট ইত্যাদি। তাছাড়া দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কিচুওমুধপত্র।

বণিকসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বেঙ্গল চেম্বার সঙ্কটের সময়ে সব সময় নাগরিকদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এই সংগঠন বিশ্বাস করে এই ধরনের অনভিপ্রেত পরিস্থিতিতে সকল দুর্গতদের পাশে থাকা। ওই সব মানুষদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া একান্ত কর্তব্য বলে মনে করে এই বণিকসভাটি।

পাশাপাশি এই বণিকসভার পক্ষ থেকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, ২০০৯ সালে আয়লার সময়েও বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা দূর করতে গভীর নলকূপ খননের জন্য আর্থিক সাহায্য করা হয়েছিল।